34644 - তাওয়াফকালে যে ভুলগুলো সংঘটিত হয়ে থাকে

প্রশ্ন

তাওয়াফ করাকালে আমরা খেয়াল করি যে, কিছু মানুষ মাতাফ (তাওয়াফের জায়গা)-এর শুরুতে দাঁড়িয়ে তাওয়াফের নিয়ত করে। আমরা আরও খেয়াল করি যে, কিছু মানুষ হাজারে আসওয়াদে পৌঁছার জন্য প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কি করে; এমনকি মারামারি পর্যন্ত করে। এসব কাজের ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এগুলো এমন কিছু ভুল যেগুলো তাওয়াফ করাকালে সংঘটিত হয়ে থাকে। এ ভুলগুলো কয়েক ধরণের:

এক:

তাওয়াফের শুরুতে নিয়ত উচ্চারণ করা। আপনি দেখবেন যে, কিছু হাজীসাহেব যখন তাওয়াফ শুরু করতে চাচ্ছেন তখন তিনি হাজারে আসওয়াদ অভিমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে বলছেন: "হে আল্লাহ্! আমি উমরার জন্য সাত চক্কর তাওয়াফ করার নিয়ত করছি", কিংবা বলছেন: "হে আল্লাহ্! আমি হজ্জের জন্য সাত চক্কর তাওয়াফ করার নিয়ত করছি"। কিংবা বলছেন: "হে আল্লাহ্! আমি আপনার নৈকট্য হাছিলের জন্য সাত চক্কর তাওয়াফ করার নিয়ত করছি"।

নিয়ত উচ্চারণ করা বিদাত। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করেননি এবং তাঁর উম্মতকে সেটা করার নির্দেশ দেননি। যে ব্যক্তি এমন কোনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবাদত করেননি কিংবা তিনি তা করার জন্য তাঁর উম্মতকে নির্দেশ দেননি তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দ্বীনের মধ্যে বিদাত (নতুন বিষয়) চালু করল; যা তাঁর দ্বীনে নেই। অতএব, তাওয়াফকালে নিয়ত উচ্চারণ করা ভুল ও বিদাত। শরয়ি দিক থেকে এটি যেমন ভুল তেমনি বিবেকের বিবেচনায়ও এটি ভুল। নিয়ত উচ্চারণ করার কী আবশ্যক থাকতে পারে? যেহেতু নিয়ত হচ্ছে আপনি ও আপনার রবের মধ্যস্থিত বিষয়। আল্লাহ্ তাআলা আপনার অন্তস্থিত বিষয় সম্যক অবহিত। তিনি অবহিত যে, অচিরেই আপনি এ তাওয়াফটি পালন করবেন। আল্লাহ্ যেহেতু জানেন অতএব, আল্লাহ্‌র বান্দাদের কাছে এটি প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন নেই।

আপনার পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াফ করেছেন, কিন্তু তিনি তো তাওয়াফের সময় নিয়ত উচ্চারণ

করনেনি। আপনার পূর্বে সাহাবায়ে করোম তাওয়াফ করছেনে, তারা তো নয়িত উচ্চারণ করনেনি। অন্য ইবাদতরে ক্ষত্রেওে করনেনি। অতএব, এটি ভুল।

দুই:

কছিু তাওয়াফকারী হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামনেী স্পর্শ করাকালে তীব্র ধাক্কাধাক্কি করনে; যার কারণে সে ব্যক্তি নজিওে কষ্ট পান এবং অন্যদরেকওে কষ্ট দনে। হতে পারে কখনও কোন মহলিার সাথে ধাক্কাধাক্কি করনে। এক পর্যায়ে শয়তান তাকে প্ররোচতি করে ফলে এ সংকীর্ণ স্থানে এ মহলিার সাথে ধাক্কাধাক্কি করতে গয়িে তার অন্তরে কামনা-বাসনা জগেে উঠে। মানুষ রক্ত-মাংসরে মানুষ। যে কোন সময় তার উপর কু-আত্মা ভর করতে পারে। ফলে বায়তুল্লাহ্র সামনওে সে এ ধরণরে গর্হতি কাজে লপি্ত হয়ে যতেে পারে। এ স্থানে এমন কাজ জঘন্য গর্হতি। যদওি সকল স্থানইে এমন কাজ ফতিনা।

হাজারে আসওয়াদ কংিবা রুকনে ইয়ামনেী স্পর্শ করাকালে তীব্র ধাক্কাধাক্কি করা শরয়িত অনুমোদতি নয়। বরং যদি শান্তভাবে সটো সম্ভবপর হয় তাহলে সটো করা উচতি। আর যদি তা সম্ভবপর না হয় তাহলে আপনি হাজারে আসওয়াদরে দকিে শুধু ইশারা করবনে। আর রুকনে ইয়ামনেীর দকিে ইশারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সাব্যস্ত নয় এবং হাজারে আওয়াদরে উপর এটাকে কয়িাস করা যাবে না। কনেনা হাজারে আসওয়াদরে মর্যাদা রুকনে ইয়ামনেীর চয়েে অনকে বশেি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সাব্যস্ত হয়ছেে য, তনিি হাজারে আসওয়াদরে দকিে ইশারা করছেনে।

এ অবস্থায় ধাক্কাধাক্কি করা যমেন শরয়িত অনুমোদতি নয় তমেনি মহলিার সাথে ধাক্কাধাক্কি করলে এতে ফতিনাগ্রস্ত হওয়ার আশংকা রয়ছেে। অনুরূপভাবে এমন ধাক্কাধাক্কি মন ও চন্তিাকে বক্ষিপ্তি করে দয়ে। কনেনা মানুষ ধাক্কাধাক্করি মধ্যে অপ্রীতকির কছিু কথা শুনইে থাকে। ফলে এ স্থান ত্যাগ করার পর ব্যক্তরি নজিরে উপর নজিরে-ই রাগ হয়।

তাওয়াফকারীর উচতি সার্বক্ষণকি শান্ত ও ধীরস্থরি থাকা; যাতে করে আল্লাহ্র আনুগত্যরে অনুভূতি মনে জাগ্রত রাখা যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “বায়তুল্লাহকে তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়ার মাঝে প্রদক্ষণি ও জমরাতগুলোতে কঙ্কর নক্ষিপে করার বধিান আল্লাহ্র স্মরণকে বুলন্দ করার জন্য আরোপ করা হয়ছেে।”

তনি:

কছিু কছিু মানুষ ধারণা করে য, হাজারে আসওয়াদ পাথরে চুমা না খলেে তাওয়াফ সহহি হবে না এবং হাজারে আসওয়াদে চুমা খাওয়া তাওয়াফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য, হজ্জ কংিবা উমরা শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত– এটি ভুল ধারণা। হাজারে আসওয়াদে চুমা খাওয়া সুন্নত। এটি স্বতন্ত্র সুন্নতও নয়। বরং তাওয়াফরে একটি সুন্নত। তাওয়াফ ছাড়া অন্য সময় হাজারে আসওয়াদে চুমা খাওয়া সুন্নত মর্মে আমি জানি না। এর ভত্তিতিে আমরা বলব যহেতেু হাজারে আসওয়াদে চুমা খাওয়া সুন্নত; ওয়াজবি নয়,

কংিবা শর্ত নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি হাজরে আসওয়াদে চুমা দতিে পারনেি আমরা বলব না যে, তার তাওয়াফ সহহি নয়। কংিবা তার তাওয়াফ অপরপিূর্ণ; যে অপূর্ণতার কারণে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে। বরং তার তাওয়াফ সহহি। আর যদি তীব্র ভড়ি থাকে তখন ইশারা করা স্পর্শ করার চয়েে উত্তম। কনেনা ভড়িরে সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সটোই করছেনে। কনেনা এর মাধ্যমে মানুষ অন্যকে কষ্ট দয়ো থকেে নজিকেে রক্ষা করতে পার,ে কংিবা অন্য মানুষ থকেে কষ্ট পাওয়া থকেে নজিকেে রক্ষা করতে পার।ে

যদি কোন প্রশ্নকারী আমাদরেকে জজ্ঞিসে করে য,ে যদি মাতাফ বা তাওয়াফরে স্থান জনাকীর্ণ হয় সক্ষেত্রেে মানুষরে সাথে ধাক্কাধাক্কি করে হাজারে আসওয়াদ চুমো খাওয়া উত্তম; নাকি ইশারা করা উত্তম; আপনার মতামত কি?

আমরা বলব: উত্তম হচ্ছ-ে ইশারা করা। কনেনা ঠকি এভাবইে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সুন্নাহ বর্ণতি হয়ছে।ে আর সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শ।

চার:

রুকনে ইয়ামনেী চুম্বন করা। রুকনে ইয়ামনেী চুম্বন করা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সাব্যস্ত হয়নি। কোন ইবাদত যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সাব্যস্ত না হয় তাহলে সটেি বদিাত; নকে কাজ নয়। তাই কারো জন্য রুকনে ইয়ামনেী চুমো খাওয়া শরয়িতসম্মত হবে না। কনেনা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে তা সাব্যস্ত হয়নি। বরং এ বষিয়ে একটি দুর্বল হাদসি বর্ণতি হয়ছে;ে যা দললিরে উপযুক্ত নয়।

পাঁচ:

কছিু কছিু মানুষ যখন হাজারে আসওয়াদ বা রুকনে ইয়ামনেী মাসহে করে তখন তারা অবজ্ঞাকারীর মত বাম হাত দয়িে মাসহে কর।ে এটি ভুল। কারণ ডানহাত বামহাতরে চয়েে উত্তম। কবেল শৌচকার্য, ঢলিা-কুলুখ ব্যবহার, নাকরে শ্লষ্মো নষ্কিাশন ইত্যাদি মল-ময়লা পরষ্কিার করার কাজে বাম হাত এগয়িে দয়ো হয়। অন্যদকিে চুমো খাওয়া ও সম্মান প্রদর্শনরে কাজে ডানহাতই ব্যবহার করা হয়।

ছয়:

লোকরো ধারণা করে হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামনেী স্পর্শ করা হয় বরকতরে জন্য; ইবাদত হসিবেে নয়। ফলে তারা বরকত হসিবেে স্পর্শ কর।ে এটি নঃিসন্দহেে যে উদ্দশ্যেে স্পর্শ করার বধিান দয়ো হয়ছেে সটোর বপিরীত। কারণ হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা, মাছো বা চুম্বন করার বধিান দয়ো হয়ছেে আল্লাহ্র প্রতি সম্মান প্রকাশার্থে। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করতনে তখন বলতনে: আল্লাহু আকবার (আল্লাহ্ই মহান); এদকিে ইঙ্গতি করার জন্য য,ে এ কাজরে উদ্দশ্যে হচ্ছে আল্লাহ্র মহত্ব প্রকাশ; পাথর মুছে বরকত হাছলি নয়। ঠকি এ

কারণেই আমীরুল মুমিনীন উমর (রাঃ) হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা কালে বলেছেন: “আল্লাহ্‌র শপথ! আমি জানি, তুমি একটি পাথর ছাড়া আর কিছু নও; তুমি উপকার বা অপকার কিছুই করতে পার না। যদি না আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম তাহলে আমিও তোমাকে চুম্বন করতাম না”

কিছু মানুষের এ ভুল বিশ্বাস (হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামনী বরকতের জন্য স্পর্শ করা) থেকে তারা তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও রুকনে ইয়ামনী বা হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করার সময় নিয়ে আসে। নিজের হাত দিয়ে রুকনে ইয়ামনী বা হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করে সে হাত দিয়ে তার ছোট বাচ্চাকে বা শিশুকে স্পর্শ করে। এ ধরণের ভুল আকিদা থেকে বারণ করা ওয়াজিব এবং মানুষের কাছে তুলে ধরা উচিত যে, এ ধরণের পাথরের উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা নেই। বরং স্পর্শকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল্লাহ্‌র প্রতি সম্মানপ্রদর্শন ও তাঁর যিকিরকে বুলন্দ করা এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ করা।

....

উল্লেখিত বিষয়গুলো এবং সম ধরণের বিষয়গুলোর পক্ষে শরয়ি কোন দলিল নেই। বরং তা বিদাত; যে কর্মগুলো আমলকারীর কোন উপকার করবে না। তবে, এ ধরণের আমলকারী যদি অজ্ঞ হয় এবং তার মনে যদি উদ্রেক না হয় যে, এগুলো বিদাত তাহলে আশা করা যায়, সে ব্যক্তি ক্ষমা পাবে। আর যদি সে ব্যক্তি আলেম হয় কিংবা অবহেলা করে জিজ্ঞেস না করে তাহলে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে।

সাত:

কেউ কেউ তাওয়াফের প্রত্যেক চক্করের জন্য নির্দিষ্ট দোয়া খাস করে নেয়। এটিও একটি বিদাত যার পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা তাঁর সাহাবীবর্গ থেকে কোন কিছু উদ্ধৃত হয়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা তাঁর সাহাবীগণ প্রত্যেক চক্করের জন্য বিশেষ কোন দোয়াকে খাস করতেন না। এ বিষয়ে সর্বোচ্চ যা জানা যায় তা হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকনে ইয়ামনী ও হাজারে আসওয়াদের মাঝে বলতেন: "رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ" (অর্থ- হে আমাদের রব্ব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন, আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: বায়তুল্লাহ্‌কে তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে প্রদক্ষিণ করা ও জমরাতসমূহে কঙ্কর নিক্ষেপ করার বিধান আল্লাহ্‌র স্মরণকে বুলন্দ করার জন্য দেয়া হয়েছে।

এ বিদাতটির ভ্রান্তি আরও বেড়ে যায় যখন কোন তাওয়াফকারী একটি পুস্তিকা সাথে বহন করে, যে পুস্তিকাতে প্রত্যেক চক্করের জন্য দোয়া লেখা আছে, আর সে ব্যক্তি ঐ পুস্তিকাটি পড়ে। কিন্তু কী পড়ে সে নিজেও তা জানে না; হয়তো আরবী ভাষা না জানার কারণে অর্থ বুঝে না, কিংবা আরবীভাষী আরবী উচ্চারণ করলেও সে কী বলছে তা সে জানে না। এমনকি আমরা

কোন কোন তাওয়াফকারীকে এমন কিছু দোয়া পড়তে শুনেছি যেগুলো আসলে স্পষ্টভাবে বিকৃত। যেমন- কউে একজনকে বলতে শুনেছি: 'আল্লাহুম্মা আগননিি বি জালালকিা আন হারামকিা'। সঠকি হচ্ছে- আল্লাহুম্মা আগননিি বি হালালকিা আন হারামকিা (হে আল্লাহ্! আপনি যা হালাল করেছেন সটোর মাধ্যমে আপনি যা হারাম করেছেন সটো থকেে আমাকে বমিুখ রাখুন)।

এছাড়াও আমরা দখেছি কিছু কিছু মানুষ ঐ পুস্তকিা থকেে দোয়া পড়তে থাকে। যখন পুস্তকিাটি পড়া শষে হয়ে যায় তখন দোয়া করা থামিয়ে দয়ে। অবশষ্টি চক্করে সে আর কোন দোয়া করে না। যদি মাতাফে (তাওয়াফস্থলে) ভড়ি না থাকে এবং দোয়া শষে হওয়ার আগে চক্কর শষে হয়ে যায় সে ব্যক্তি সাথে সাথে ঐ দোয়াটি বাদ দয়িে দয়ে।

এর প্রতকিার হচ্ছে- আমরা হাজীসাহবেদরে কাছে তুলে ধরব যে, মানুষ তাওয়াফকালে যা ইচ্ছা ও যা খুশি দোয়া করতে পারে এবং যা ইচ্ছা আল্লাহ্র যকিরি করতে পারে। যখন মানুষরে কাছে এটি তুলে ধরা হবে তখন এ সমস্যাটি নিরিসতি হবে।

যে ব্যক্তি এ বদিাতগুলোতে লপ্তি হয় তার হুকুম:

এ বদিাতগুলোতে লপ্তি ব্যক্তি:

হয়তো অজ্ঞ-মূর্খ; তার মনে হয়তো উদ্রকেও হয়নি যে, এগুলো হারাম। এমন ব্যক্তরি ক্ষত্রেে আশা করা যায় তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না।

কংিবা সে ব্যক্তি আলমে এবং স্বচ্ছোয় নজিে পথভ্রষ্ট ও মানুষকে পথভ্রষ্টকারী। নঃিসন্দহেে এ ব্যক্তি গুনাহগার এবং তার উপরে তার অনুসারীদরে গুনাহও বর্তাবে।

কংিবা এ ব্যক্তি হচ্ছে- অজ্ঞ ও আলমেদরেকে জজ্ঞিসে করার ক্ষত্রেে অবহলোকারী। এ ব্যক্তরি ব্যাপারে আশংকা হয় যে, সে তার অবহলোর কারণে ও জজ্ঞিসে না করার কারণে গুনাহগার হবে।

তাওয়াফ সংক্রান্ত যে ভুলগুলো আমরা এখানে উল্লখে করলাম আমরা আশা করি, আল্লাহ্ তাআলা আমাদরে মুসলমি ভাইগণকে এ ভুলগুলো সংশোধন করার জন্য হয়োয়তে দবিনে। যাতে করে তাদরে তাওয়াফ পালন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আনতি আদর্শ মোতাবকে হয়। কারণ সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শ। দ্বীনি বিধি-বিধান আবগে ও ঝোঁকপ্রবণতা দয়িে গ্রহণ করা যায় না। বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে গ্রহণ করতে হয়।